গবেষণা পত্র

তামাকজাত দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরা মূল্যের ওপর জাতীয় বাজেটে মূল্য ও কর পরিবর্তনের প্রভাব (সিগারেট এবং বিড়ি) : একটি জরিপের ফলাফল

ভূমিকা

বিশ্বের যেসব দেশে স্বল্পমূল্যে তামাকজাতদ্রব্য পাওয়া যায় বাংলাদেশ তার অন্যতম। ফলে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে ধূমপায়ীর হার বাড়ছে। একইসঙ্গে তামাকজাত রোগের কারণে মানুষের মৃত্যুর হারও আগের তুলনায় আরো উর্ধ্বমুখী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়াসহ তামাকজাত দ্রব্যে ডিডিটি, কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক, মিথানল, আলকাত্রা, নিকোটিনসহ ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে[১], যার মধ্যে ৪৩টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত।

সারাবিশ্বে ধূমপানের কারণে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন এবং প্রতিবছর ৮২ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়।[২] যার মধ্যে ৭০ লাখ মানুষ সরাসরি তামাকপণ্য ব্যবহারের কারণে এবং ১২ লাখ মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানে শিকার হয়ে মারা যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশেই মারা যায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ। বর্তমানে বিশ্বের ১৩০ কোটি তামাক ব্যবহারকারীদের ৮০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের।[৩] এর প্রধান কারণ এসব দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য খুবই কম।[৪]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধূমপানের এ ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) প্রণয়ন করে। এতে কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার প্রচারণা কার্যক্রম নিষিদ্ধ, সব ধরনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করা, সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রদান, তামাক চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সক্রিয় সহযোগিতা এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ ও মূল্য বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক গবেষণায় জানিয়েছে, ১০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধিতে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ ধূমপান ত্যাগ করবে এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা হবে।[৫]

একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণাতেও প্রমাণ হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করবৃদ্ধি করলে রাজস্ব বাড়ার পাশপাশি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় কমে, তেমনি ধূমপানের হারও কমে আসে। এ চিত্র ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে। ফলে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ জরুরি হলেও বাংলাদেশে তা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন না হওয়া।

সাদা পাতা, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যকে করের আওতায় আনলে এবং বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করলে এর প্রভাব সরাসরি ভোক্তার ওপর পড়বে। যেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। একইসঙ্গে

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবছর যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করে থাকে সেটা তামাক ব্যবহার কমাতে যথেষ্ট নয়। বরং প্রচলিত চার স্তরভিত্তিক জটিল কর কাঠামো তামাক ব্যবহার না কমিয়ে মানুষকে অন্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে সহায়তা করছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য চলতি (২০২১-২২) অর্থবছরে যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানো হয়েছে খুচরা ও পাইকারি বাজার এবং ভোক্তার ওপর তা কতোটা প্রভাব ফেলেছে সেটা জানা জরুরি। কারণ এ ধরনের কোনো গবেষণা বাংলাদেশে হয়নি। এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণত দুইটি–এক. সাধারণ লক্ষ্য, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

সাধারণ লক্ষ্য

তামকজাত দ্রব্যের (সিগারেট ও বিড়ি) বাজার মূল্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

- বাজার মূল্যের ওপর বাজেটের প্রভাব অনুসন্ধান;
- ঘোষিত বিক্রয় মূল্য ও প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ফারাক নিরূপণ;
- মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে তামাক কোম্পানির কৌশল অনুসন্ধান।

Bureau of Economic Research
University of Dhaka

bnttp
BANGLADESH NETWORK FOR TOBACCO TAX POLICY

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করতে হবে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে নামমাত্র তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়লেও সেটাতে লাভবান হয় কেবল তামাক কোম্পানি। উৎপাদন দ্বিগুণ হলে মুনাফা বাড়ে অন্তত ৫ গুণ।[৬] ফলে ত্রুটিপূর্ণ ও জটিল তামাক কর কাঠামোর কারণে তামাক সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসতে পারছে না বাংলাদেশ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, বিগত কয়েক বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও তামাকজাত দ্রব্যের দাম সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। যেটা থেকে স্পষ্ট হয়, সস্তায় তামাকজাত দ্রব্য প্রাপ্তির কারণে মানুষের মধ্যে তামাক ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেটে তামাক জাত দ্রব্যের মূল্য ও করহার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তামাক কোম্পানীগুলো তামাক জাত দ্রব্যের মূল্য কী পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং বাজারে তা কী মূল্যে বিক্রি হয় তা নিয়ে দেশে কোন গবেষণা আগে হয়নি। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই গবেষণা পরিচালনা করে উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করেছে। এতে তামাক কোম্পানীর মূল্য বির্ধারণ ও বিপনন কৌশল উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করি।
বাংলাদেশে সিগারেট উৎপাদনের জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো

সাহিত্য পর্যালোচনা

কোম্পানি (বিএটি)। যারা প্রতিবছর নানা কৌশলে তাদের ব্যবসা বাড়িয়েই চলেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নানা কারণে প্রতিষ্ঠানটির ৩ শতাংশ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের মুনাফা তুলে নিয়েছে। কারণ উৎপাদন কম হলেও ওই বছর তাদের মুনাফা বেড়েছে ২৮ শতাংশ! ২০০৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিটির ২৪ হাজার ৭০১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের বিপরীতে মুনাফা ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন টাকা। মাত্র ৯ বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালে ৫১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১০ মিলিয়ন টাকা! যেটা সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর কারণেই সম্ভব হয়েছে।[৭]

দেশের সিগারেটের বাজারের প্রায় ৭০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বহুজাতিক এ প্রতিষ্ঠানটির হাতে। শুধু বিএটি'র মাধ্যমেই ২০১৫ সাল থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে গড়ে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ হারে। ২০১৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিএটির সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ছিল ৭ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে ১৬ হাজার ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সময় কোম্পানির নিট মুনাফা ৪৩৮ কোটি থেকে ৮৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।
২০১৫ সালের পর বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রি বেড়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের কারণে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৭ সাল থেকে বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রির পরিমাণ কমেছে। কোম্পানিটির নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০১৭ সালে বিএটি বাংলাদেশ দেশে ৫ হাজার ৩২০ কোটি স্টিক সিগারেট বিক্রি করে। ২০১৮ সালে বিক্রি কিছুটা কমে ৫ হাজার ১৪২ কোটি ৫০ লাখ স্টিকে নেমে আসে। আর ২০১৯ সালে সিগারেটের দাম আরও বাড়ায় বিক্রি নেমে আসে ৫ হাজার ৭৪ কোটি ৪০ লাখ স্টিকে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সিগারেট বিক্রি প্রায় ৫ শতাংশ কমলেও নিট টার্নওভার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ।[৮]এছাড়া ২০২০ সালে প্রথম ৯ মাসে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে অভ্যন্তরীণ

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি পরিমাণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে সারাদেশের মাঠ পর্যায় থেকে ব্যাপক আকারে তথ্য সংগ্রহ করা দুরহ বিষয় হওয়ায় বাংলাদেশের মোট আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চারটি বিভাগকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ চার বিভাগ হলো ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ। গবেষণার সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভাগীয় শহরসহ আরো ২টি জেলা শহরের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বা পয়েন্ট অব সেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে প্রতিটি শহর থেকে মোট চারটি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চারটি বিভাগের সদর জেলা ছাড়া অন্য দুটি জেলা শহর দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চারটি বিভাগ থেকে মোট ১২টি জেলার ৪৮টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র এবং প্রতিটি জেলা থেকে দুইটি করে মোট ২৪টি পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্রের তথ্য নেয়া হয়েছে। তামাক আইনে সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস থেকে এসব খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা শহরের সদর হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, বাজার ও কোর্ট বা ডিসি অফিস এলাকার খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য নিয়ে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা সম্পাদনের সময়

গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাজারে সিগারেট বিক্রি ও রপ্তানি থেকে বিএটি বাংলাদেশের মোট আয় হয় ২০ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। এ সময় সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট থেকে সরকারের আয় হয়েছে ১৬ হাজার ৩৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। এর ফলে সিগারেট বিক্রি থেকে বিএটি বাংলাদেশের নিট আয় দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি।[৯]

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেটে কর বাড়ালেও সেটা তামাকপণ্য ব্যবহারে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না।[১০] কারণ বর্তমানে দেশে প্রচলিত অ্যাডভেলরেম কর পদ্ধতি ও চার স্তর বিশিষ্ট বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামো মানুষকে সহজেই কম দামের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে সহায়তা করছে। ফলে যখন কোনো তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হয় সহজেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেও দ্রব্য তারা গ্রহণ করতে পারে।[১১]

বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ যদি কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে ১৮.৭ ভাগ চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকার ও জনগণের যে অর্থ খরচ হয় তা কমে আসবে।[১২] অন্যদিকে ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, হেলথ ব্রিজ ও মানবিক এর এক যেŠথ গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের দাম বৃদ্ধি পেলে ৬০ ভাগ ধূমপায়ী পর্যায়ক্রমে তামাক ব্যবহার কমাবে এবং ২৮ ভাগ তামাক সেবন বন্ধ করবে।[১৩]

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ওপর করা একটি গবেষণায়, নিগার নার্গিস ও অন্যান্য গবেষকরা (২০২০), ভোক্তাদের কাছে বাজারে যে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি করা হয় সেটি ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেন। এর মধ্যমে তারা বাংলাদেশের চার-স্তরযুক্ত অ্যাডভ্যালরাম কর কাঠামোতে তামাক শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিগারেটের বাজারে মূল্য নির্ধারণের কৌশলগুলি মূল্যায়ন করেছেন। গবেষকরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, উচ্চ-মূল্যের ব্র্যান্ডগুলির জন্য বাজারের খুচরা মুল্য, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি ছিলো। যেহেতু সরকার দ্বারা নির্ধারিত মূল্যকেই করের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, সেক্ষেত্রে এইভাবে বেশি দাম রেখে উচ্চ-মূল্যের ব্র্যান্ডগুলিতে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা হয়। যা একইসঙ্গে কম দামের ব্র্যান্ডগুলির আপেক্ষিক মূল্য কমিয়ে আনে এবং ক্রমবর্ধমানহারে তাদের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এ গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, বাংলাদেশে তামাক কোম্পানি একটি মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যা সিগারেটের ব্যবহার কমানো এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার যে অভিপ্রেত নিয়ে কর নীতির পরিবর্তন করা হয় তার প্রত্যাশিত ফলাফল লাভকে ব্যাহত করেছে। বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক তামাক কর কাঠামো মূলত তামাক কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের কৌশলকে উৎসাহিত করছে। একে প্রতিহত করতে গবেষকরা বর্তমান কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।[১৫]

সারসংক্ষেপ

৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২৫টি ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অতিউচ্চস্তরের সিগারেট ৪টি, উচ্চস্তরের ৫টি, মধ্যমস্তরের ৫টি ও নিম্নস্তরের ১১টি।

এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিতেই সবচেয়ে বেশি খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রি হয়। একইসঙ্গে ৪৮ বিক্রয়কেন্দ্রেই সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেট বিক্রি হয়। এছাড়া ১০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হয় ৩৪টি (৭০.৮%) ও ১২ শলাকার সিগারেট (বেনসন, বেনসন লাইট, বেনসন সুইচ, গোল্ডলিফ) বিক্রি হয় ২৯টি (৬০.৪%) বিক্রয়কেন্দ্রে। অন্যদিকে মাত্র দুটি বিক্রয়কেন্দ্রে ফিল্টারযুক্ত বিড়ি এবং ১৭টিতে ফিল্টারবিহীন বিড়ি পাওয়া গেছে। ফিল্টার-যুক্ত বিড়ি ২০ শলাকা ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার প্যাকেট পাওয়া গেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে অতিউচ্চস্তরের সিগারেটে ১০ শলাকার মূল্য ১৩৫ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। সেইমত ১২ শলাকার প্যাকেটের সর্বনিম্ন দাম হয় ১৬২ টাকা এবং ২০ শলাকার প্যাকেটের সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য হয় ২৭০ টাকা। সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায়, উচ্চস্তরের (বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন লাইট ও মার্লবরো) সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হিসাবে ২৭০ মুদ্রিত আছে। কিন্তু খুচরা বিক্রেতাকেই কোম্পানির প্রতিনিধির কাছ থেকে গড়ে ২৬৯.৯৮ টাকায় কিনতে হচ্ছে। এবং তারা ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিক্রি করছে গড়ে ২৯৪.২৯ টাকায়। ১২ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৬২ টাকা মুদ্রিত থাকলেও খুচরা বিক্রেতা কিনছেন গড়ে প্রায় ১৬২ (১৬১.৯০) টাকায় এবং বিক্রি করছেন গড়ে ১৭২.৮৫ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। আবার প্যাকেট ভেঙে শলাকা বিক্রির খেত্রে প্রতি শলাকার মূল্য রাখা হচ্ছে ১৫ টাকা করে। অন্যদিকে ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, তারা খুচরা বিক্রেতার কাছে উচ্চ স্তরের ২০ শলাকার বিক্রি করেছে গড়ে ২৭২.৪৩ টাকায় এবং নিজেরা কিনছেন ২৬৯.৮৭।

বাজেটে উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ১০২ টাকা। সেইমত ২০ শলাকার দাম হয় ২০৪ টাকা এবং ১২ শলাকার দাম ১২২.৪ টাকা। গবেষণায় দেখাযায়, এই স্তরের ২০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মুদ্রিত আছে ২০৪ টাকা। কিন্তু খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য ২০৪.৩০ টাকা এবং তার গড় বিক্রয় মূল্য ২২১.৪০ টাকা। একই ভাবে ১২ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১২২.৪ টাকা। কিন্তু খুচরা বিক্রেতা কিনছেন গড়ে ১২২.৫৭ টাকায় এবং বিক্রি করছেন গড়ে ১৩০.৭৭ টাকায়। অন্যদিকে পাইকারি বিক্রেতা এই স্তরের সিগারেটের ২০ শালাকার প্যাকেট কিনছেন গড়ে ২০৩.৯৭ টাকায় এবং খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করছেন গড়ে ২০৫.৪৫ টাকায়।

মধ্যম স্তরে চলতি অর্থবছরে ১০ শলাকার দাম পূর্ববছরের ন্যায় ৬৩ টাকা রহাল রাখা হয়েছে। এই হিসাবে ২০ শলাকার দাম হয় ১২৬ টাকা। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখাযায়, এই স্তরের ২০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মুদ্রিত আছে ১২৬ টাকা।

কিন্তু খুচরা বিক্রেতা গড়ে কিনছেন ১২৬.০৫ টাকায় এবং বিক্রি করছেন ১৩৫.৬৯ টাকায়। একইভাবে ১০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬৩ টাকা। কিন্তু খুচরা বিক্রেতা গড়ে ৬৩.০৪ টাকায় কিনে ৬৮.৮৩ টাকায় বিক্রি করছেন। এই স্তরে পাইকারি বিক্রেতার ২০ শালাকার প্যাকেটের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের গড় যথাক্রমে প্রায় ১২৬ (১২৫.৮৩) টাকা ও ১২৭ (১২৭.১২) টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিমœস্তরের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের দাম গত বছরের ন্যায় ৩৯ টাকাই রাখা হয়েছে।

এই হিসাবে ২০ শলাকার দাম হবে ৭৮ টাকা। ২০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৭৮ টাকা মুদ্রিত আছে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে গড়ে ৯৬.৪৯ টাকায় এবং খুচরা বিক্রেতা কিনছেন গড়ে ৭৮.০৫ টাকায়। ১০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হিসাবে ৩৯ টাকা মুদ্রিত থাকলেও খুচরা বিক্রেতা কিনছেন গড়ে ৩৯.০৪ টাকায় এবং বিক্রি করছেন গড়ে ৪৬.১৩ টাকায়। এখানে ২০ শালাকার প্যাকেট পাইকারি বিক্রেতার গড় ক্রয়মূল্য ৭৭.৯৮ টাকা ও গড় বিক্রয় মূল্য ৭৯.১৬ টাকা। আবার গত অর্থবছরের মে ও জুন মাসে বিশেষ কারসাজি করে মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার চিত্র উঠে আসে গবেষণায়। প্রতিবছর মে-জুন মাসে এমন কারসাজির যে ঘটনা শোনা যায় এই গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতি বছর সিগাটে থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারানোর চিত্র উঠে আসে।

চলতি অর্থবছরে যার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এবং গবেষণায় পাওয়া বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের খুচরা বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে কর হিসাবে (সম্পূরক শুল্ক+ভ্যাট+সারচার্জ) সরকারের প্রাপ্য অংশ হিসাব করে চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি বের করা হয়েছে। অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা হলেও বিক্রিত গড় মূল্য ২৯৪.২৯ টাকা। সেই হিসাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর থেকে কর আদায় করা সম্ভব হলে উচ্চ স্তরের সিগারেট থেকে সরকার আরও প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা বেশি কর পেতে পারতো। একইভাবে উচ্চ স্তর থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা, মধ্যম স্তর থেকে প্রায় ৩৩৭ কোটি টাকা এবং নিম্ন স্তর থেকে আরও ৩৬৬১ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় সম্ভব হতো।

গবেষণার ফলাফল

বিক্রির পরিমাণ

সিগারেট

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২৫টি ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অতিউচ্চস্তরের সিগারেট ৪টি, উচ্চস্তরের ৫টি, মধ্যমস্তরের ৫টি ও নিম্œস্তরের ১১টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ১টি ব্যান্ডের সিগারেটও পাওয়া গেছে। যেটা নিমœ স্তরের সিগারেটের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশে সিগারেটের খুচরা শলাকা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিতেই সবচেয়ে বেশি খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রি হয়। একইসঙ্গে ৪৮ বিক্রয়কেন্দ্রেই সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেট বিক্রি হয়। এছাড়া ১০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হয় ৩৪টি ও ১২ শলাকার সিগারেট (বেনসন, বেনসন লাইট, বেনসন সুইচ) বিক্রি হয় ২৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৪০১.৪৬টি খুচরা শলাকা বিক্রি হয়। ২০ শলাকার বিক্রি হয় দৈনিক গড়ে ৮.৯২টি প্যাকেট, ১০ শলাকার ৭.৩৫টি প্যাকেট এবং ১২ শলাকার ৪.১৫টি প্যাকেট।

ফিল্টারযুক্ত বিড়ি

ফিল্টারযুক্ত বিড়ি পাওয়া গেছে মাত্র দুটি বিক্রয়কেন্দ্রে। যেখানে কেবল ২০ শলাকার ফিল্টারযুক্ত বিড়ি বিক্রি হয়। এ দুটি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৪৫ প্যাকেট ফিল্টারযুক্ত বিড়ি বিক্রি হয়। তবে তারা খুচরা শলাকায় কোনো ফিল্টারযুক্ত বিড়ি বিক্রয় করে না বলে জানান দোকানিরা।

ফিল্টারহীন বিড়ি

তবে ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৭টিতে ফিল্টারহীন বিড়ি বিক্রি হয় বলে জরিপে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ফিল্টারহীন বিড়ির ৮ শলাকা, ১২ শলাকা ও ২৫ শলাকার প্যাকেটে আলাদা আলাদা কর নির্ধারণ করা থাকলেও আমাদের গবেষণার তথ্যে দেখা গেছে, ৮ ও ১২ শলাকার কোনো বিড়ি বাজারে বিক্রি হয় না। ১৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৯.৮৮ প্যাকেট ২৫ শলাকার বিড়ির প্যাকেট বিক্রি হয়। এছাড়া ১৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে খুচরা শলাকায় বিড়ি বিক্রি করা হয়। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ২৯১.৬৭টি শলাকা ফিল্টারবিহীন বিড়ি বিক্রি হয় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এছাড়া ৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে ১ শলাকা ছাড়াও বিশেষ ছাড়ে খুচরা শলাকায় বিড়ি বিক্রি হয়।

পাইকারি বিক্রয়

২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রর মধ্যে ১৬টি বিক্রয়কেন্দ্র এজেন্টদের কাছ থেকে সিগারেট ও বিড়ি ক্রয় করে। ১১টি বিক্রয়কেন্দ্র ডিলারের কাছ থেকে এবং ১টি অন্য মাধ্যমে ক্রয় করে পাইকারি সিগারেট ও বিড়ি বিক্রি করে। ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২৫টি ব্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অতিউচ্চস্তরের সিগারেট ৪টি, উচ্চস্তরের ৪টি, মধ্যমস্তরের ৫টি ও নিম্œস্তরের ১২টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ব্যান্ডের সিগারেটও পাওয়া গেছে ১টি যার বিক্রি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নয়।

সিগারেট ও বিড়ির মূল্য পর্যালোচনা

এখন দেখা প্রয়োজন সরকারের বাজেটে মূল্য বৃদ্ধির পর এসব পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ও ভোক্তাদের ক্রেতা মূল্যে কতোটা প্রভাব পড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সিগারেটের চারটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তরের ১০ শলাকার দাম গত অর্থবছরের মত ৩৯ টাকা এবং মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্য আগের মতো ৬৩ টাকা রাখা হয়েছে। উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ৯৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০২ টাকা এবং অতি উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ১২৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা করা হয়েছে।

সিগারেট : স্তরভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ

অতিউচ্চস্তর (Primium tear)

আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে অতিউচ্চস্তরের ৪টি ব্যান্ডের মধ্যে বিএটির বেনসনের তিনটি ফ্লেভারের সিগারেট যথা–বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন লাইট বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে এ স্তরের

ব্র্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার গড় মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			গড় খুচরা বিক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
বেনসন	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৫৬.০৪	২৫৮.৮৮	২৬৯.৯২	২৭৫.৩১	২৮৬.৫৪	২৯৩.৫২	১৪.১৭	১৫.০৪	১৫
বেনসন লাইট	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৫৬	২৫৬.৬৫	২৭০	২৭২.৬৫	২৮৬.১৮	২৯২.০৬	১৪	১৪.৫৩	১৫
বেনসন সুইচ	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৭১.৫৮	২৮০.৫৩	২৯১.৫৮	১৪	১৫	১৫
মার্লবেরো	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৫৬	২৫৬	২৭০	২৮০.৭১	২৮৭.১৪	৩০০	১৪.২৯	১৪.৪৩	১৫

ব্র্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
বেনসন	১৫৩.৬	১৫৩.৬	১৬২	১৫৩.৬৯	১৫৫.২	১৬১.৭১	১৬৩.৮৫	১৬৫.৯০	১৭১.১৪	১৪.১৭	১৫.০৪	১৫
বেনসন লাইট	১৫৩.৬	১৫৩.৬	১৬২	১৫৩.৭২	১৫৩.৭২	১৬২	১৬৫.৬	১৬৭.৬	১৭৪.২৯	১৪	১৪.৫৩	১৫
বেনসন সুইচ	১৫৩.৬	১৫৩.৬	১৬২	১৫৩.৭৫	১৫৩.৭৫	১৬২	১৬৩.২৫	১৬৩.৫	১৭৩.১৩	১৪	১৫	১৫
মার্লবেরো												

সিগারেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বেনসন। এটি ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রেই বিক্রি হবার তথ্য পাওয়া গেছে; এছাড়া বেনসন সুইচ ১৯টি ও বেনসন লাইট ১৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়। অন্যদিকে এ স্তরের মার্লবেরো সিগারেট ৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হবার তথ্য পাওয়া গেছে।

বাজারে প্রাপ্ত অতিউচ্চ স্তরের ৪টি ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এগুলো ২০ শলাকার এবং ১২ শলাকার দুই ধরণের প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে। তবে মার্লবরো ব্র্যান্ডের শুধুমাত্র ২০ শলাকার শলাকার প্যাকেট পাওয়া গেছে। জাতীয় বাজেটে চলতি অর্থবছরে অতিউচ্চস্তরের সিগারেটে ১০ শলাকার মূল্য ১৩৫ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। সেইমত ১২ শলাকার প্যাকেটের সর্বনিম্ন দাম হয় ১৬২ টাকা এবং ২০ শলাকার প্যাকেটের সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য হয় ২৭০ টাকা।

সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায়, উচ্চস্তরের বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন লাইট ও মার্লবরো সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণ করা হয়ছে ২৭০ টাকা যা প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হিসেবে মুদ্রিত আছে। কিন্তু খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের অধিকাংশ দোকানিদেরকেই কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যেই (গড়ে ২৬৯.৯২ টাকা) প্রতি প্যাকেট সিগারেট ক্রয় করতে হচ্ছে । গবেষণায় দেখাযায় ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেটের গড় খুচরা বিক্রয় মূল্য বেনসনস ২৯৩.৫২ টাকা, বেনসন লাইট ২৯২.০৬ টাকা, বেনসন সুইচ ২৯১.৫৮ টাকা এবং মার্লবরো ৩০০ টাকা।

একইভাবে সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায় ২০২০ -২১ সালে প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হিসাবে ২৫৬ টাকা মুদ্রিত থাকলেও খুচরা বিক্রেতাকে কিনতে হয়েছে ২৫৬ বা তারে চেয়ে বেশি দামে (গড়ে ২৫৬.০১) এবং এই স্তরের সিগারেটের গড় খুচরা বিক্রয়মূল্য ছিলো বেনসন ২৮৬.৫৪ টাকা, বেনসন লাইট ২৮৬.১৮ টাকা, বেনসন সুইচ ২৮০.৫৩ টাকা এবং মার্লবরো ২৮৭.১৪ টাকা। আবার বাজেট পাশের আগে মে ও জুন মাসে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিক্রি করা হয় গড়ে ২৮৬.৫৪ টাকায়! একইসঙ্গে প্রতি শলাকা ১৪ টাকা

বেনসন, বেনসন লাইট ও বেনসন সুইচের ১২ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য চলতি অর্থবছরে বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৬২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত)। কিন্তু ভোক্তার কাছে বিক্রি করা হচ্ছে যথাক্রমে গড়ে ১৭১.১৪ টাকা, ১৭৪.২৯ টাকা এবং ১৭৩.১৩ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের মে ও জুন মাসেই এ মূল্যে বিক্রি

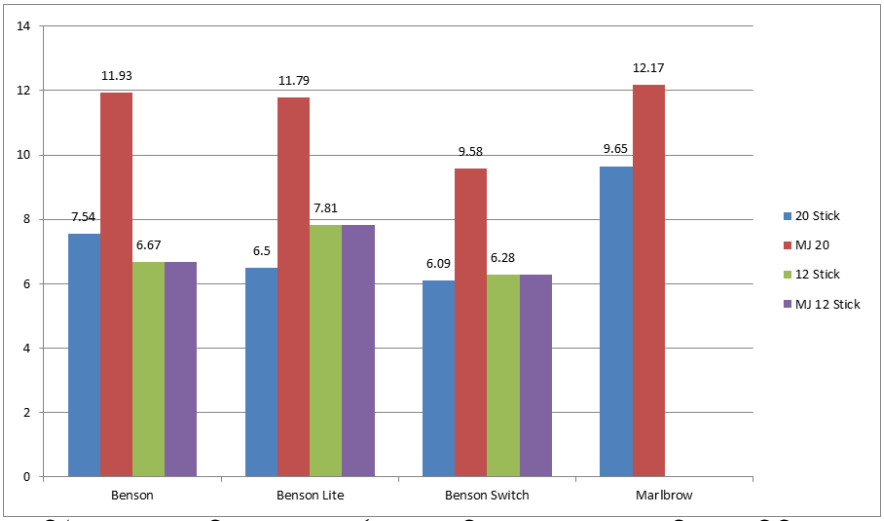

অতিউচ্চস্তরে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

শুরু হয়। খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা এটা গড়ে ১৬১.৭১ টাকায় ক্রয় করে বলে প্রাপ্ত উপাত্তে উঠে এসেছে।

আবার গত অর্থবছরের মে ও জুন মাসে এ দুইটি ব্যান্ডের সিগারেট সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ১১.৭৯ শতাংশ ও ৯.৫৮ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২০ শলাকার বেনসন লাইট ১৭টি ও বেনসন সুইচ ১৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়। এছাড়া বেনসন লাইট ও বেনসন সুইচ ১২ শলাকা বিক্রি হয় যথাক্রমে ৭ ও ৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে।

চলতি অর্থবছরে বেনসন লাইট ও সুইচের প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৬২ টাকা নির্ধারণ করা থাকলেও এগুলো বিক্রি হয় যথাক্রমে গড়ে ১৭৪.২৯ টাকা ও ১৭৩.১৩ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৭.৮১ ও ৬.২৮ শতাংশ শতাংশ বেশি (মে ও জুন মাসেই এ হারে বিক্রি শুরু হয়েছে)। একইসঙ্গে এ হার

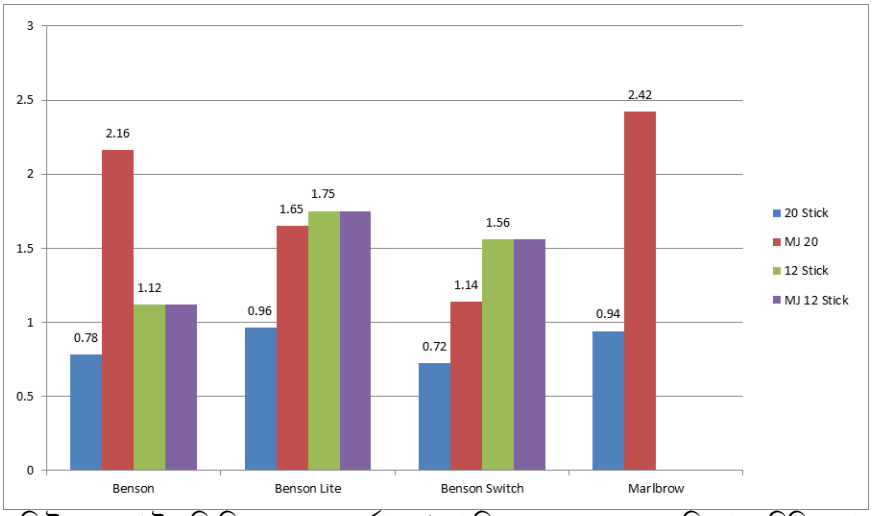

অতিউচ্চস্তরে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

গত অর্থবছরের চেয়ে ৫.২৪ ও ৬.০৫ শতাংশ বেশি। এ তিনটি ব্রান্ডের অতিউচ্চস্তরের ব্যান্ডের সিগারেট ছাড়া অন্য ব্রান্ডটি মার্লবেরো। এটি ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৭টিতে পাওয়া গেছে। এর প্রতি শলাকার মূল্য ১৫ টাকা। যা গত অর্থবছরে ছিলো গড়ে ১৪.২৯ টাকা। একইসঙ্গে মে ও জুন মাসে বাড়িয়ে বিক্রি করা হয়েছে ১৪.৪৩ টাকা। চলতি অর্থবছরে ২০ শলাকার মার্লবেরো সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও বিক্রি হয় গড়ে ৩০০ টাকায়! যা খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ৯.৬৫ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৬.৮৭ শতাংশ বেশি।

একইসঙ্গে গত অর্থবছরের মে ও জুনে এটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৫৬ টাকা থাকলেও বিক্রি হয়েছে গড়ে ২৮০.৭১ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১২.১৭ শতাংশ বেশি। মার্লবেরো সিগারেটের ১২ ও ১০ শলাকার কোনো প্যাকেট নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের কোনোটিতেই পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে মোট ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রেও অতিউচ্চস্তরের সিগারেট পাওয়া গেছে ৪টি। এখানেও বেনসন, বেনসন লাইট, বেনসন সুইচ ও মার্লবেরো সিগারেট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বেনসন ২৪টি, বেনসন লাইট ও সুইচ ১৩টি করে এবং মার্লবেরো সিগারেট ৫টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। এছাড়া ১২ শলাকার ক্ষেত্রে বেনসন ১৩টি, বেনসন লাইট ৭টি ও বেনসন সুইচ ৫টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। তবে মার্লবেরোর ১২ শলাকা কোনো বিক্রয়কেন্দ্রেই পাওয়া যায়নি।

বেনসন ২০ শলাকার সিগারেটের চলতি অর্থবছরে ২৭০ টাকা থাকলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলোই বিক্রি করেছে গড়ে ২৭১.৩৮ টাকায়। যা খুচরা মূল্যের চেয়ে ০.৭৮ শতাংশ বেশি এবং গত অর্থবছরের চেয়ে ৫.১৮ শতাংশ বেশি। এছাড়া গত অর্থবছরের মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে গড়ে ২.১৬ শতাংশ বেশি মূল্যে বেশি বিক্রি করা হয়েছে। এ সময় ২০ শলাকার প্যাকেটের মূল্য ২৫৬ টাকা থাকলেও বিক্রি করা হয়েছে ২৬১.৫৪ টাকায়। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১.১২ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে বেনসন লাইট ও সুইচের ২০ শলাকার মূল্য ২৭০ টাকা থাকলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলো বিক্রি করেছে যথাক্রমে গড়ে ২৭৩.২৩ টাকা ও ২৭১.৬৯

টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ০.৮৬ ও ০.৭২ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৫.১৮ শতাংশ বেশি। আবার মে ও জুনে সংকট ^তরি করে বিক্রি করা হয়েছে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের চেয়ে ১.৬৫ ও ১.১৪ শতাংশ বেশি দামে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১.৩৭ শতাংশ বেশি।

এছাড়া ২০ শলাকার মার্লবেরো সিগারেটের গায়ের মূল্য ২৭০ টাকা থাকলেও বিক্রি করা হচ্ছে ২৭৪.৪ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ০.৯৪ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে এ হার গতঅর্থবছরের চেয়ে ৬.১৯ শতাংশ বেশি। যেটা মে ও জুনে গত অর্থবছরের চেয়ে ১.৪৭ শতাংশ বেশি ছিলো এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২.৪২ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে।

এছাড়া মে ও জুন মাসের মতো বেনসনের ১২ শলাকা চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১.১২ শতাংশ, বেনসন লাইট ১.৭৫ শতাংশ ও বেনসন সুইচ ১.৫৬ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে যথাক্রমে গড়ে ৫.০৯ শতাংশ, ৫.০৩ শতাংশ ও ৫ শতাংশ বেশি। যেটা মে ও জুনে ছিলো ১.০৩ শতাংশ, ০.৩৭ শতাংশ ও ০ শতাংশ বেশি।

উচ্চস্তর

আগেই দেখিয়েছি, বাজেটে উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ৯৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে করা হয়েছে ১০২ টাকা। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ স্তরের সিগারেটের বাজার বিএটির দখলে। বিএটি'র উচ্চস্তরের যথাক্রমে গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ লাইট, গোল্ডলিফ সুইচ ও ক্যাপিস্টন নামে ৪টি ব্যান্ডের সিগারেট রয়েছে। এর মধ্যে গোল্ডলিফ ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৬টিতে পাওয়া গেছে। গোল্ডলিফ লাইট ৭টি ও গোল্ডলিফ সুইচ ২৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেলেও এর কোনো ব্যান্ডেরই ১০ শলাকার প্যাকেট নেই। গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ ও গোল্ডলিফ লাইটের ১২ শলাকার যথাক্রমে ২৬টি, ৯টি ও ৪টি করে বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
গোল্ডলিফ	১৯৪	১৯৪	২০৪	১৯৪	১৯৬.০৯	২০৪.২৪	২০২.৮৭	২১২.৬১	২২৯.৮৮	১০.০৪	১০.৯৮	১১.২০
গোল্ডলিফ, লাইট	১৯৪	১৯৪	২০৪	১৯৪	১৯৫.২২	২০৪	২০৩.৪৮	২১৪.৫২	২১৭.০৯	১০	১০.৯৬	১১.০৪
গোল্ডলিফ, সুইচ	১৯৪	১৯৪	২০৪	১৯৪	১৯৪	২০৪	২০৮.৮৯	২১৩.৩৩	২২০	১০	১০.৮৯	১১
ক্যাপিস্টন	১৯৪	১৯৪	২০৪	১৯৪	১৯৬.৪	২০৪.৪	২০০	২১২	২২০	১০	১০.৮৭	১১.২৭
ব্লাক ফুটস	১৯৪	১৯৪	২০৪	১৯৪	১৯৪	২০৪	২০০	২২০	২২০	১০	১১	১১

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
গোল্ডলিফ	১১৬.৪	১১৬.৪	১২২.৪	১১৬.৪৯	১১৬.৭৪	১২২.৫৮	১২১.৮১	১২৬.৩১	১২৯.৮৮	১০.০৪	১০.৯৮	১১.২০
গোল্ডলিফ, লাইট	১১৬.৪	১১৬.৪	১২২.৪	১১৬.৬৭	১১৭.৪	১২২.৭৩	১২৫.৫৬	১২৬	১৩০.৪৪	১০	১০.৯৬	১১.০৪
গোল্ডলিফ, সুইচ	১১৬.৪	১১৬.৪	১২২.৪	১১৬.৪	১১৬.৪	১২২.৪	১৩২	১৩২	১৩২	১০	১০.৮৯	১১
ক্যাপিস্টান	পাওয়া যায়নি											
ব্লাক ফুটস												

গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ ও গোল্ডলিফ লাইটের ২০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেট বাজেট অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২০৪ টাকা থাকলেও তারা গড়ে বিক্রি করে যথাক্রমে ২২৯.৮৮ টাকা, ২১৭.০৯ টাকা ও ২২০ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ১২.৬৮ শতাংশ, ৪.৮৯ শতাংশ ও ৭.৬৭ শতাংশ বেশি। যেটা মে ও জুন মাসে ছিলো সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে গড়ে ৯.৫৯ শাতংশ, ১০.৫৮ শতাংশ ও ৯.৯৭ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে গত অর্থবছরের চেয়ে যথাক্রমে ১৩.৩২শতাংশ, ৬.৬৯ শতাংশ ও ৫.৩২ শতাংশ বেশি।

এছাড়া মে ও জুন মাসের মতো গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ ও গোল্ডলিফ লাইটের ১২ শলাকার সিগারেট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৪.৬৫ শতাংশ, ৭.৮৭ শতাংশ ও ১৩.৪০ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৬.৬৩ শতাংশ, ৩.৮৯ শতাংশ ও ০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে এ স্তরের ক্যাপিস্টান সিগারেটের ১০ ও ১২ শলাকা কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি। এর ২০ শলাকার প্যাকেটের মূল্য ২০৪ টাকা থাকলেও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয় গড়ে ২২০ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৩.০৯ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে গত অর্থবছরের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি।

মে ও জুন মাসে এটি সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৯.২৮ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। এছাড়া এ স্তরে পাওয়া যাওয়া এক্সওএস ব্লাক ফ্রুটস ব্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে। এটিও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৩.০৯ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এবং মে ও জুন মাসে বিক্রি হয়েছে ১৩.৪০ শতাংশ বেশি দামে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। এই সিগারেটের ১০ ও ১২ শলাকার কোনো সিগারেট পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে এ স্তরের ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে কেবল ৪টি ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এগুলো হলো, গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ ও গোল্ডলিফ লাইট এবং ক্যাপিস্টান। এর মধ্যে গোল্ডলিফের ২০ শলাকা ২৪টি, গোল্ডলিফ সুইচ ৯টি ও

গোল্ডলিফ লাইট ২টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। আর গোল্ডলিফের ১২ শলাকা পাওয়া গেছে ১২টি, গোল্ডলিফ সুইচ ৪টি ও গোল্ডলিফ লাইট ২টি

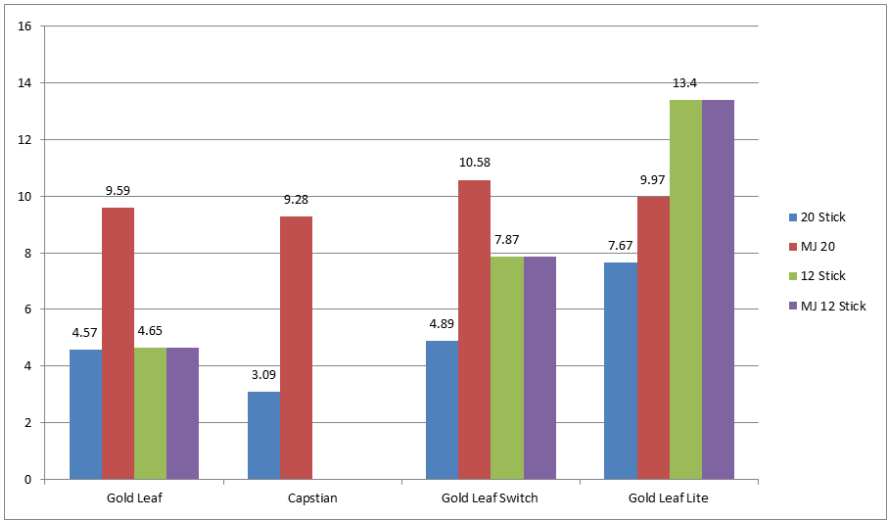

খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে উচ্চ স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

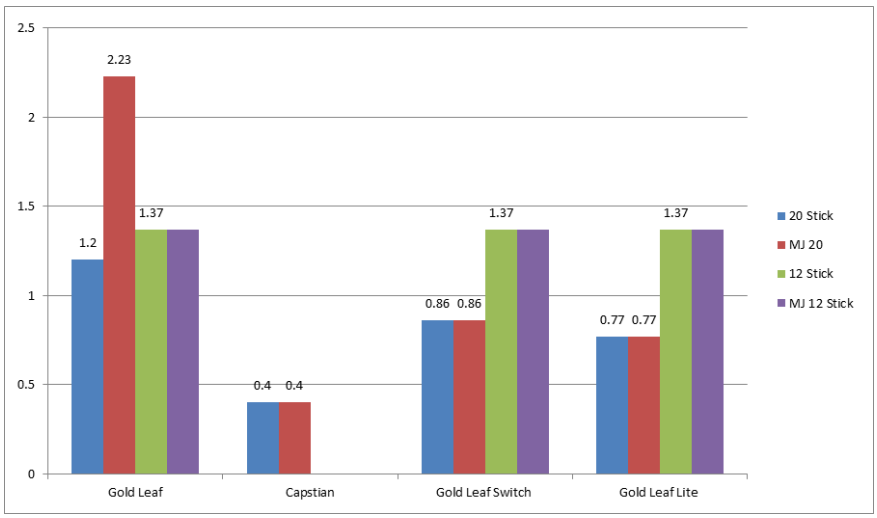

পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে উচ্চ স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। আর ক্যাপিস্টানের ২০ শলাকা পাওয়া গেছে ৯টি। তবে ১২ শলাকা কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি।
গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ, গোল্ডলিফ লাইট ও ক্যাপিস্টানের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ২০৪ টাকা থাকলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলো এগুলো বিক্রি করে যথাক্রমে গড়ে ২০৫.৭৯ টাকা, ২০৬ টাকা, ২০৫ ও ২০৫ টাকা করে। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ১.২০ শতাংশ, ০.৮৬ শতাংশ, ০.৭৭ শতাংশ ও ০.৪০ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে মে ও জুন মাসে চলতি অর্থবছরের মূল্যে অন্য সবগুলো ব্রান্ডের সিগারেট বিক্রি হলেও গোল্ডলিফ বিক্রি হয়েছে ২.২৩ শতাংশ বেশি দামে।

এছাড়া গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ ও গোল্ডলিফ লাইটের ১২ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১২২.৪ টাকা নির্ধারিত থাকলেও পাইকারি বিক্রিয়কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে যথাক্রমে গড়ে ১২৪.৫ টাকা, ১২৫ টাকা ও ১২৫ টাকা করে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে গড়ে ১.৩৭ শতাংশ বেশি। একই মূল্যে গতঅর্থবছরের মে ও জুন মাস থেকেই বিক্রি শুরু হয়েছে।

মধ্যম স্তর

২০২১-২২ অর্থবছরে পূর্বের বছরের ন্যায় মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরের ন্যায় চলতি বছরেও ১০ শলাকার দাম ৬৩ টাকা। আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে ৫টি ব্যান্ডের মধ্যম স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য উঠে এসেছে। এ চার ব্যান্ড হলো, বিএটি'র স্টার ও লাকি স্ট্রাইক।

জাপান টোব্যাকোর নেভি এবং ভিনœ দুইটি কোম্পানির ব্লাক ১ ও গুরু সিগারেট। এর মধ্যে স্টার সিগারেটের ২০ শলাকা ২৩টি, লাকি স্টাইকের ২৯টি, নেভি ৪৩টি, ব্লাক ১ সিগারেটের ৩টি ও গুরু সিগারেট ২টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। এছাড়া স্টার সিগারেটের ১০ শলাকা ১৬টি ও নেভি ২৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেলেও এই স্তরের অন্য কোনো সিগারেটের ১০ ও ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি।
এ স্তরের সিগারেটের নেভি ও স্টারের প্রতি শলাকা বিক্রি হয় ৭ টাকা। কিন্তু ব্লাক ১, গুরু ও লাকি স্ট্রাইকের ১ শলাকা বিক্রি হয় ১০টা করে। নেভি ও স্টারের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ গায়ের মূল্য ১২৬ টাকা থাকলেও বিক্রি হয় যথাক্রমে গড়ে ১৩৫.৮৬ টাকা ও ১৩৫.৫২ টাকায়। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৭.৭৫ শতাংশ ও ৭.৩৮ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের চেয়ে .০৭ শতাংশ ও .১৬ শতাংশ বেশি।

একইসঙ্গে মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৮.২৫ শতাংশ ও ৭.৭৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে মে ও জুন মাসে ০.৪৬ ও ০.৩২ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে। অন্যদিকে এ দুই স্তরের ১০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ৬৩ টাকা থাকলেও বিড়ি হয় গড়ে যথাক্রমে ৬৮.৬ টাকা ও ৬৯.০৬ টাকায়। যা মে ও জুন মাসের মতোই ৮.১৩ শতাংশ ও ৭.৫৪ শতাংশের চেয়ে বেশি। একইসঙ্গে তা গত অর্থবছরের চেয়ে ০.৭০ শতাংশ ও ১.৯৪ শতাংশ বেশি এবং মে ও জুন মাসে ছিলো .১২ শতাংশ ও .৫৫ শতাংশ বেশি। এ স্তরের বিএটিবি এর লাকি স্ট্রাইক সিগারেটের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ গায়ের মূল্য ১৬৪ টাকা

হলেও বিক্রি করা হচ্ছে ১৯০.৫১ টাকায়। যা সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে ১৬.১৭ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরেই এ সিগারেটটি বাজারে নিয়ে এসেছে বিএটি। এর ১০ ও ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি।

ব্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
নেভি	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬.০৯	১৩৫.৭৭	১৩৬.৪০	১৩৫.৮৬	৭	৭	৭
স্টার	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১৩৫.৩০	১৩৫.৭৪	১৩৫.৫২	৭	৭	৭
ব্লাক ১	১২৬	১২৬	১২৬	১৪০	১৪০	১৪০	২০০	২০০	২০০	১০	১০	১০
গুরু	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	২০০	২১০	২০০	১০	১০.৫	১০
লাকি স্ট্রাইক			১২৬			১৬৪			১৯০.৫২			১০

ব্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
নেভি	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩.০৮	৬৮.১২	৬৮.২	৬৮.৬	৭	৭	৭
স্টার	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩.১৩	৬৩	৬৭.৭৫	৬৮.১৩	৬৯.০৬	৭	৭	৭
ব্লাক ১	পাওয়া যায়নি											
গুরু												
লাকি স্ট্রাইক												

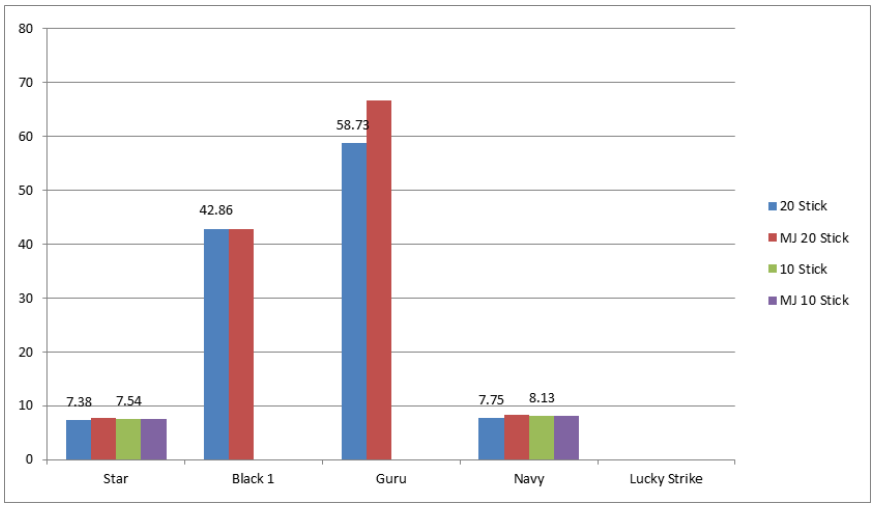

খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে মধ্যম স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

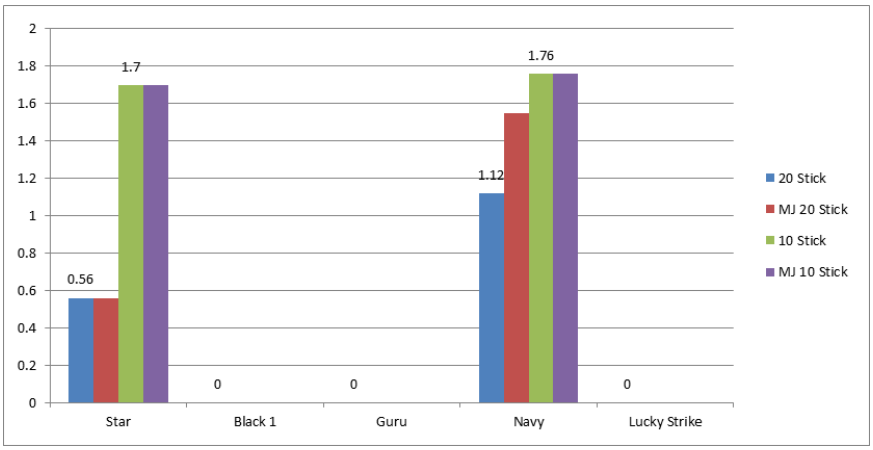

পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে মধ্যম স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

অন্যদিকে বিদেশি ব্লাক ১ ও গুরু সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ গায়ের মূল্য যথাক্রমে ১৪০ টাকা ও ১২৬ টাকা নির্ধারিত থাকলেও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করা হয় গড়ে ২০০ টাকা করে। এক্ষেত্রে ব্লাক ১ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৪২.৮৬ শতাংশ বেশি এবং গুরু ৫৮.৭৩ শতাংশ বেশি। মে ও জুন মাসেই ব্লাক ১ বিক্রি করা হয়েছে ৪২.৮৬ শতাংশ বেশি এবং গুরু ৬৬.৬৭ শতাংশ বেশি দামে।

অন্যদিকে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রেও এ স্তরের উল্লিখিত ৫ ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে (স্টার, লাকি স্ট্রাইক, নেভি, ব্লাক ১ ও গুরু)। এক্ষেত্রে ২০ শলাকার নেভি ও স্টার ১২৬ টাকা থাকলেও তারা চলতি অর্থবছরে বিক্রি করছে যথাক্রমে গড়ে ১২৭.৫৮ টাকা ও ১২৬.৬৫ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১.১২ ও ০.৫৬ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ০.১৩ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ গায়ের মূল্যের চেয়ে এই দুই স্তরের সিগারেট বিক্রি হয়েছে যথাক্রমে ১.৫৫ শতাংশ ও ০.৫৬ শতাংশ বেশি দামে। যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ০.৪৩ শতাংশ বেশি। এছাড়া ১০ শলাকার নেভি ও স্টারের মূল্য ৬৩ টাকা থাকলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে ৬৪.১৪ ও ৬৪. ১১ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ০.৭১ শতাংশ ও ০.৬৯ শতাংশ বেশি।

এছাড়া বিএটির ২০ শলাকার বাজারে নতুন আসা লাকি স্ট্রাইকের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ১৬৪ টাকা হলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে গড়ে ১৬৫.৮১ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২.৯৮ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে ব্লাক ও গুরু সিগারেট সর্বোচ্চ খুচরা মূলেই বিক্রি করে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলো। কারণ এই দুইটি সিগারেট তারা গায়ের মূল্যের চেয়ে ২ টাকা ও ১ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করতে পারে।

নিম্ন স্তর

২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্ন স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম গত বছরের ন্যায় ৩৯ টাকাতেই রাখা হয়েছে। আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় নিম্ন স্তরের সিগারেট। কারণ ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ১১টি ব্যান্ডের নিম্ন স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির ৬টি (ডার্বি, ডার্বি স্টাইল, রয়েল, রয়েল নেক্স, হলিউড ও পাইলট), জাপান টোব্যাকোর ৩টি (শেখ, শেখ ১০০ ও রিয়েল), আবুল খায়ের টোব্যাকোর মেরিজ এবং নাসির টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজের টপটেন।

ব্যান্ডের নাম	নিম্নস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
ডার্বি	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮.২৫	৭৮	৯২.৭৮	৯৫.১৫	১৯০.৫২	৫	৫	৫
ডার্বি স্টাইল	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	১০০	১০০	১০০	৫	৫	৫
রয়েল	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪.৫৫	৮৪.০৭	৯৬.৩৯	৯৬.৬১	৯৬.৬৬	৫	৫	৫
রয়েল নেক্স	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৭	৮৪	৯৫	৯৫	৯৫	৫	৫	৫
রিয়েল	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৯০	৯০	৯০	৫	৫	৫
শেখ	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮.৪৩	৭৮.১৬	৯১.২৩	৯৪.৭৩	৯৩.৭৮	৫	৫	৫
মেরিজ	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	১০০	১০০	১০০	৫	৫	৫
হলিউড	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮.০৩	৭৮.৫৩	৭৮.২	৯৩.৪	৯৬.৯	৯৫.৫৭	৫	৫	৫
শেখ ১০০	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	১০০	১০০	১০০	৫	৫	৫
পাইলট	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৯৭.৪২	৯৭.৪২	৯৭.৪২	৫	৫	৫
টপটেন	পাওয়া যায়নি											

নিম্ন স্তরের ১১টি ব্যান্ডের কোনোটিরই ১২ শলাকার প্যাকেট নেই। এ ব্যান্ডের

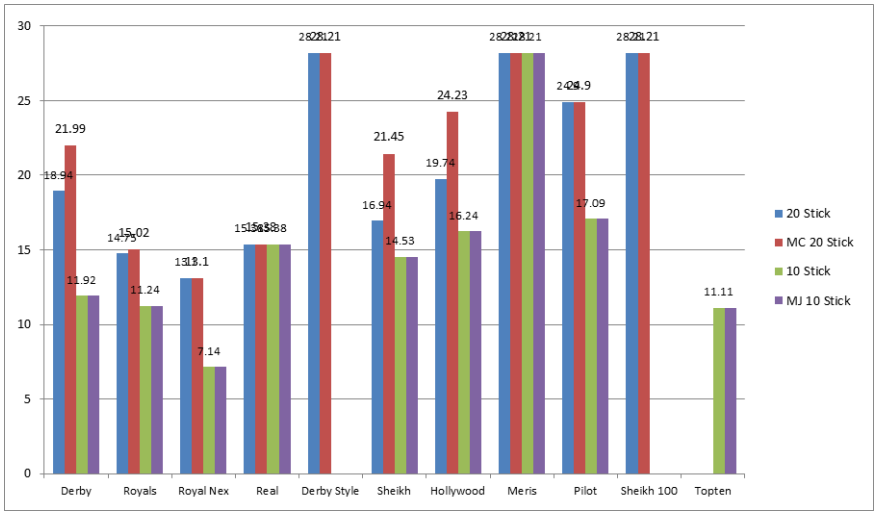

খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে নিম্ন স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় রয়েল সিগারেট। রয়েল সিগারেটের ২০ শলাকা ৪৪টি ও ১০ শলাকা ২৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। এর পরের অধিক বিক্রিত ব্রান্ড ডার্বি। ডার্বি'র ২০ শলাকা বিক্রি হয় ৪০টি ও ১০ শলাকা বিক্রি হয় ১৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে। এর পরেই রয়েছে শেখ সিগারেট। ২০ শলাকার শেখ সিগারেট ৩৭টি ও ১০ শলাকা ১৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। অন্যদিকে হলিউডের ২০ শলাকা ৩০টি ও ১০ শলাকা ৬টি; পাইলটের ২০ শলাকা ১৯টি ও ১০ শলাকা ৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে; রয়েল নেক্সেও ২০ শলাকা ৮টি ও ১০ শলাকার ৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে; রিয়েলের ২০ শলাকা ৪টি ও ১০ শলাকা ৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে; মেরিজের ২০ ও ১০ শলাকা ৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে; ডার্বি স্টাইলের ২০ শলাকা ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে; শেখ ১০০ ব্রান্ডের ২০ শলাকার সিগারেট ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে এবং টপটেনের ১০ শলাকার সিগারেট ২টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

রয়েল ও রয়েল নেক্স সিগারেটের ২০ শলাকার সিগারেটের সর্বোচ্চ মূল্য ৮৪ টাকা থাকলেও বিক্রি হয় যথাক্রমে ৯৬.৬৬ টাকা ও ৯৫ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১৪.৭৫ শতাংশ ও ১৩.১০ শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরের চেয়ে রয়েল বিক্রি হচ্ছে .২৮ শতাংশ বেশিতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মে ও জুন মাসেও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে রয়েল ১৫.০২ শতাংশ বেশি ও রয়েল নেক্স ১৩.১০ শতাংশ বেশি মূল্যে বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে এ দুই স্তরের ১০ শলাকার সিগারেটের সর্বোচ্চ মূল্য ৪২ টাকা থাকলেও বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে রয়েল ৪৭.৭৩ টাকা ও রয়েল নেক্স ৪৫ টাকায়। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১১.২৪ ও ৭.১৪ শতাংশ বেশি। গত মে ও জুন মাসেও একই মূল্যে বিক্রি করেছে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলো।

অন্যদিকে ডার্বি ও ডার্বি স্টাইলের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ৭৮ টাকা নির্ধারণ থাকলেও চলতি অর্থবছরে বিক্রি হচ্ছে গড়ে যথাক্রমে ৯৫.১৫ ও ১০০ টাকায়। গত মে ও জুন মাসেও একই দামে বিক্রি হয়েছে। যা সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ১৮.৯৪ শতাংশ ও ২৮.২১ শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে ডার্বি গত অর্থবছরের চেয়ে ২.৫৬ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে ডার্বি স্টাইল গতবছরও একই মূল্যে বিক্রি হয়েছে। আর ডার্বি স্টাইলের ১০ ও ১২ শলাকার কোনো সিগারেট পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ডার্বি'র ১২ শলাকা পাওয়া না গেলেও ১০ শলাকা পাওয়া গেছে ১৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে। এ স্তরের ১০ শলাকার সর্বোচ্চ সিগারেটের মূল্য

রাখা হয়েছে ৩৯ টাকা। তবে খুচরাবিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকা। যা গত মে ও জুন মাসের মতোই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১১.৯২ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে গত অর্থবছরের চেয়ে ৩.০৯ শতাংশ বেশি।

এছাড়া শেখ ও শেখ ১০০ সিগারেটের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ৭৮ টাকা হলেও বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে গড়ে ৯৩.৭৮ টাকা ও ১০০ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ১৬.৯৪ শতাংশ ও ২৮.২১ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের চেয়ে শেখ ২.৮১ শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে মে ও জুন মাসে শেখ ২১.৪৫ শতাংশ ও শেখ ১০০ ২৮.২১ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে বলে এ জরিপে উঠে এসেছে। অন্যদিকে শেখ ১০০ এর ১০ ও ১২ শলাকার পাওয়া যায়নি। তবে শেখ সিগারেটের ১০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ৩৯ টাকা হলেও গত মে ও জুন মাসের মতো বিক্রি হচ্ছে ৪৪.২৮ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১৪.৫৩ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে এ স্তরের রিয়েল, হলিউড, মেরিজ ও পাইলটের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য ৭৮ টাকা হলেও এগুলো বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে গড়ে রিয়েল ৯০ টাকা, হলিউড ৯৫.৫৭ টাকা, মেরিজ ১০০ টাকা ও পাইলট ৯৭.৪২ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে রিয়েল ১৫.৩৮ শতাংশ, হলিউড ১৯.৭৪ শতাংশ, মেরিজ ও পাইলটের ক্ষেত্রে ২৮.২১ শতাংশ বেশি। গতবছরেও হলিউড ছাড়া অন্য তিনটি ব্রান্ড একই মূল্যে বিক্রি হয়েছে। আর হলিউড গত অর্থবছরের তুলনায় বিক্রি হচ্ছে ২.৩২ শতাংশ বেশি দামে। এছাড়া এই চারটি ব্রান্ডের ১০ শলাকার সিগারেটও রয়েছে। এক্ষেত্রে ১০

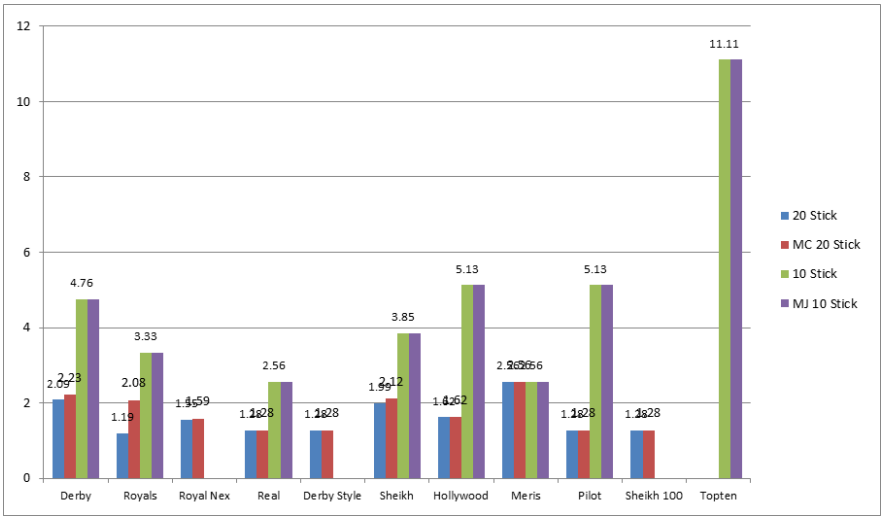

পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে নিম্ন স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৯ টাকা থাকলেও রিয়েল বিক্রি হয় গড়ে ৪৫ টাকায়, হলিউড ৪৬.৮৩ টাকায়, মেরিজ ৫০ টাকায় ও পাইলট ৪৫.৬৬ টাকায়। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরের মতোই বর্তমানে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে রিয়েল ১৫.৩৮ শতাংশ, হলিউড ১৬.২৪ শতাংশ, মেরিজ ২৮.২১ শতাংশ ও পাইলট ১৭.০৯ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্ন স্তরের উল্লিখিত ১০টি ব্রান্ড ছাড়াও এমন অন্তত একটি ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে যেটা অবৈধ বলে মনে হয়েছে। নাসির টোব্যাকো কোম্পানির টপটেন ব্যান্ডের সিগারেট ১০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ২৭ টাকা। যেটা নিম্œ স্তরে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ১৭ টাকা কম! এটি বিক্রি হয় ৩০ টাকায়। যা খুচরা বিক্রয়মূল্যের চেয়ে ১১.১১ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরেও একই মূল্যে বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে দোকানমালিকরা। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে এটি ২টিতে বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া এ স্তরের অন্য ব্যান্ডগুলোর প্রতি শলাকার মূল্য ৫ টাকা হলেও এটি ৩ টাকায় বিক্রি করা হয়। সার্বিকভাবে নিম্œ স্তরের সিগারেটের মূল্য কম হওয়ায় নতুন বাজেট ভোক্তাদের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলেনি।

অন্যদিকে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রের ২৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ১২টি ব্যান্ডের নিম্œ স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো হলো– ডার্বি, ডার্বি স্টাইল, রয়েল, রয়েল নেক্স, রিয়েল, শেখ, শেখ স্পেশাল, শেখ ১০০, হলিউড, মেরিজ, পাইলট ও ফ্রেস গোল্ড। এর মধ্যে ডার্বি'র ২০ শলাকা ১৯টি, ডার্বি স্টাইল ২টি, রয়েল ২০টি, রয়েল নেক্স ৩টি, রিয়েল ২টি, শেখ ২০টি, শেখ স্পেশাল ১টি, শেখ ১০০ ১টি, হলিউড ১৫টি, মেরিজ ১টি, পাইলট ১০টি ও ফ্রেস গোল্ড ১টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০ শলাকার পাওয়া গেছে ডার্বি ৭টি, রয়েল ৯টি, রিয়েল ২টি, শেখ ৮টি, শেখ স্পেশাল ১টি, হলিউড ২টি, মেরিজ ১টি, পাইলট ২টি ও ফ্রেস গোল্ড ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। ডার্বি স্টাইল, রয়েল নেক্স ও শেখ ১০০ সিগারেটের ১০ শলাকার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

রয়েল ও রয়েল নেক্স সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৮৪ টাকা হলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে ৮৫.৫৫ ও ৮৫.৩৩ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১.১৯ টাকা ও ১.৫৫ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে গত অর্থবছরের চেয়ে ০.৬৫ শতাংশ ও ০.০৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২.০৮ শতাংশ ও ১.৫৯ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে।

অন্যদিকে রয়েল সিগারেটের ১০ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ মূল্য ৪২ টাকা থাকলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে গড়ে ৪৩.৪৪ টাকা। যা মে ও জুন মাসেও মতোই সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে ৩.৩৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে ডার্বি, ডার্বি স্টাইল, রিয়েল, শেখ, শেখ স্পেশাল, শেখ ১০০, হলিউড, মেরিজ ও পাইলট সিগারেটের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ৭৮ টাকা হলেও পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে ডার্বি ৭৯.৫৮ টাকা, ডার্বি স্টাইল ৭৯ টাকা, রিয়েল ৭৯ টাকা, শেখ ৭৯.৬ টাকা, শেখ স্পেশাল ৭৮ টাকা, শেখ ১০০ ৭৯ টাকা, হলিউড ৭৯.২৭ টাকা, মেরিজ ৮০ টাকা ও পাইলট ৭৯ টাকায়। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ডার্বি ২.০৯ শতাংশ, ডার্বি স্টাইল ১.২৮ শতাংশ, রিয়েল ১.২৮ শতাংশ, শেখ ১.৯৯ শতাংশ, শেখ স্পেশাল ০ শতাংশ, শেখ ১০০ ১.২৮ শতাংশ, হলিউড ১.৬২ শতাংশ, মেরিজ ২.৫৬ শতাংশ ও পাইলট ১.২৮ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে গত অর্থবছরের চেয়ে মূল্য বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে শেখ সিগারেট। এটা ০.০৬ শতাংশ বেশি মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে।

অন্যদিকে গত মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২০ শলাকার ডার্বি ২.২৩ শতাংশ, ডার্বি স্টাইল ১.২৮ শতাংশ, রিয়েল ১.২৮ শতাংশ, শেখ ২.১২ শতাংশ, শেখ ১০০ ১.২৮ শতাংশ, হলিউড ১.৬২ শতাংশ, মেরিজ ২.৫৬ শতাংশ ও পাইলট ১.২৮ শতাংশ বেশি মূল্যে বিক্রি হয়েছে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে। তবে শেখ স্পেশাল চলতি অর্থবছরের মতো মে ও জুনে বিক্রি করেছে তারা।

এই ব্রান্ডগুলোর মধ্যে কেবল শেখ ১০০ ও ডার্বি স্টাইল সিগারেটের ১০ শলাকার কোনো সিগারেট পাওয়া যায়নি। বাকি সবগুলোর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৯ টাকা থাকলেও গড়ে ডার্বি ৪১.৪৩ টাকা, রিয়েল ৪০ টাকা, শেখ ৪০.৫ টাকা, শেখ স্পেশাল ৩৮.৯ টাকা, হলিউড ৪১ টাকা, মেরিজ ৪০ টাকা ও পাইলট ৪১ টাকা।

এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১০ শলাকার ডার্বি ৪.৭৬ শতাংশ, রিয়েল ২.৫৬ শতাংশ, শেখ ৩.৮৫ শতাংশ, শেখ স্পেশাল -০.২৬ শতাংশ, হলিউড ৫.১৩ শতাংশ, মেরিজ ২.৫৬ শতাংশ ও পাইলট ৫.১৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। উল্লেখ যে, মে ও জুন মাসেও চলতি বছরের ন্যায় এসব সিগারেট বেশি দামে বিক্রি করেছে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলো। অন্যদিকে এ স্তরে নামহীন কোম্পানির ফ্রেস গোল্ড নামে একটি সিগারেট পাওয়া গেছে। এর ২০ শলাকা প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৬ টাকা ও ১০ শলাকা ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছে ৪০ টাকা ও ২০ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১১.১১ শতাংশ বেশি। অথচ এ স্তরের ১০ শলাকার মূল্যই ৩৯ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার।

সিগারেটের রাজস্ব ফাঁকি

তামাকজাদ দ্রব্য বিপননে তামাক কোম্পানীর এই অপ কেঁশলের কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে যার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। গবেষায় প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে রাজস্ব ক্ষতি বের করতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিনœ স্তরে সিগারেট বিক্রির পরিমাণকে চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য বিক্রির পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এখানে মোট বিক্রিত শলাকাকে ২০ শলাকার প্যাকেটে রুপান্তর করা হয়েছে কারণ বাজারে প্যাকেট হিসাবে ২০ শলাকার প্যাকেট সর্বাধিক বিক্রি হয়।

সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এবং গবেষণায় পাওয়া বিভিনœ স্তরের সিগারেটের খুচরা বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে কর হিসাবে (SD+VAT+HDS) সরকারের প্রাপ্য অংশ হিসাব করে চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি বের করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা হলেও বিক্রি করা হচ্ছে বেশি দামে। এর গড় খুচরা বিক্রয়মূল্য ২৯৪.২৯ টাকা। সেই হিসাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর থেকে কর আদায় করা সম্ভব হলে উচ্চ স্তরের সিগারেট থেকে সরকার আরও প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা বেশি কর পেতে পারতো। একইভাবে উচ্চ স্তর থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা, মধ্যম স্তর থেকে প্রায় ৩৩৭ কোটি টাকা এবং নিম্œ স্তর থেকে আরও ৩৬৬১ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় সম্ভব হতো। এখাবে বছরে মোট প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতো।

এটা সাধারণ হিসাব যে, যদি প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত সবোচ্চ খুচরা মূল্যে সাধারণ ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে হয় তাহলে কোম্পানীকে যৌক্তিক পরিমাণ কম মূল্যে বা কমিশনে বাজারে সবরাহ করতে হবে।

যেহেতু খুচরা বিক্রেতাকে কোম্পানীর সবরাহকারীর কাছ থেকে প্রায় গায়ের দামে কিনতে হচ্ছে, তখন তিনি স্বাভাবিক কারণেই বেশিদামে বিক্রি

স্তর	প্যাকেটের গায়ের মূল্য	খুচরা বিক্রয় মূল্য	মূল্যের পার্থক্য	মূল্যের পার্থক্য	মোট কর হার (SD+VAT+HDS)	অতিরিক্ত মূল্য থেকে সরকারের প্রাপ্য (টাকা)	২০২০-২১ অর্থবছরে বিক্রি (২০ শলাকার প্যাকেট, কোটিতে)	রাজস্ব ফাঁকি (কোটি টাকা)
অতিউচ্চ	২৭০	২৯৪.২৯	২৪.২৯	৯%	৮১%	১৯.৬৭	২৯.৬৫	৫৮৩.২২
উচ্চ	২০৪	২২১.৪০	১৭.৪০	৮.৫৩%	৮১%	১৪.০৯	২৮.৩৪	৩৯৯.৩১
মধ্যম	১২৬	১৩৫.৬৯	৯.৬৯	৭.৬৯%	৮১%	৭.৮৫	৩০.১৩	৩৩৬.৫২
নিম্ন	৭৮	৯৬.৪৯	১৮.৪৯	২৩.৭১	৭৩%	১৩.৫০	২৭১.১৭	৩৬৬০.৮০
মোট								৪৯৭৯.৮৫

Potential loss of government revenue in FY 2021-22

করছেন। থেকে এটি স্পষ্ট যে কোম্পানী পরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য এই অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। যেহেতু অনৈতিক পন্থায় কোম্পানী এই মুনাফা অর্জন করছে সেহেতু এই মুনাফা তারা প্রদর্শন করছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে।

ফিল্টারযুক্ত বিড়ি

২০২১-২২ অর্থবছরে ফিল্টারযুক্ত বিড়ি ২০ শলাকার দাম ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার দাম ১০ টাকা রাখা হয়েছে। এ জরিপের জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মাত্র ১টিতে ২০ শলাকার ১টি ব্রান্ডের ফিল্টারযুক্ত বিড়ি পাওয়া গেছে। আকিজ কোম্পানির ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার আকিজ বিড়ির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা। তবে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয় ২৪ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২৬.৩২ শতাংশ বেশি। মে ও জুন মাসেও একই হারে বিক্রি করেছে তারা।

অন্যদিকে ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে ফিল্টারযুক্ত বিড়ি পাওয়া গেছে। সেটা হলো, আকিজ বিড়ির কেবল ১০ শলাকার ব্রান্ড। এক্ষেত্রে ১০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০ টাকা থাকলেও ১ টাকা কমে বিক্রি করা হয় ৯ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১০ শতাংশ কম। কারণ পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলো জানিয়েছে তারা ৮ টাকায় ক্রয় করে ১ টাকা লাভে ৯ টাকায় বিক্রি করে।

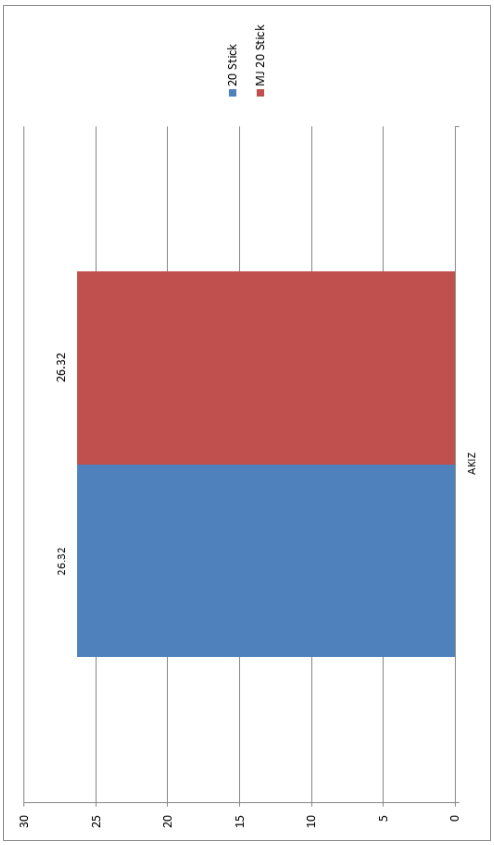

ফিল্টারবিহীন বিড়িতে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

ব্র্যান্ডের নাম	ফিল্টারযুক্ত বিড়ি, ২০ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
আকিজ	১৯	১৯	১৯	১৮	১৮	১৮	২৪	২৪	২৪	১	১	১

ফিল্টারবিহীন বিড়ি

২০২১-২২ অর্থবছরে হাতে ^তরি বা ফিল্টারবিহীন গত অর্থবছরের ন্যায় অপরিবর্তিত রেখে ২৫ শলাকার বিড়ির দাম ১৮ টাকা রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে ১২ শলাকার বিড়ি ৯ টাকা এবং ৮ শলাকার বিড়ি ৬ টাকা রাখা হয়েছে। তবে আমাদের জরিপে ১২ ও ৮ শলাকার কোনো বিড়ির প্যাকেট পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে আকিজ বিড়ি ১৪টি, আজিজ বিড়ি ৩টি, আবুল বিড়ি ৪টি, গোপাল বিড়ি ১টি, গ্রামীণ বিড়ি ২টি, রশিদা বিড়ি ৪টি এবং মহিনী ও নাসির বিড়ি একটি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

২৫ শলাকার ফিল্টারবিহীন বিড়ির মূল্য ১৮ টাকা নির্ধারণ থাকলেও আকিজ বিড়ি গড়ে ২০.৬৪ টাকা, আজিজ বিড়ি, আবুল বিড়ি, গোপাল বিড়ি, রশিদা বিড়ি ও নাসির বিড়ি ২০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। যা মে ও জুনের মতোই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে আকিজ বিড়ি ১৪.৬৮ শতাংশ, আজিজ বিড়ি ১১.১১ শতাংশ, আবুল বিড়ি ১১.১১ শতাংশ, গোপাল বিড়ি ১১.১১ শতাংশ, রশিদা বিড়ি ১১.১১ শতাংশ ও নাসির বিড়ি ১১.১১ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামীণ বিড়ির ২৫ শলাকার সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ১১ টাকা ও মহিনী বিড়ি ১৪ টাকা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যা বিক্রি হয় যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ১৭ টাকায়। অথচ এ স্তরের সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা

ব্যান্ডের নাম	ফিল্টারবিহীন বিড়ি, ২৫ শলাকার প্যাকেট									এক শলাকার মূল্য		
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য			খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য			ক্রেতার ক্রয় মূল্য					
	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২০-২১ মে ও জুন	২০২১-২২
আকিজ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০.৬৪	২০.৬৪	২০.৬৪	১	১	১
আজিজ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০	২০	২০	১	১	১
আবুল	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০	২০	২০	১	১	১
গোপাল	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০	২০	২০	১	১	১
গ্রামীণ	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১৫	১৫	১৫			
রশিদা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০	২০	২০			
মহিনী	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৭	১৭	১৭			
নাসির	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০	২০	২০	১	১	১

৪টি, আবুল বিড়ি ২টি, গোপাল বিড়ি ৫টি, গ্রামীণ বিড়ি ২টি, রশিদা বিড়ি ১টি, কারিগর বিড়ি ৪টি, মহিনী বিড়ি ১টি, শাপলা বিড়ি ২টি, ঘাসফুল বিড়ি ২টি, নবাব বিড়ি ২টি, সোনালী বিড়ি ১টি ও তপন বিড়ি ১টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। মূল্য হবার কথা ছিলো ১৮ টাকা।

তারপরও উল্লিখ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে গ্রামীণ বিড়ি ৩৬.৩৬ শতাংশ ও মহিনী বিড়ি ২১.৪৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়।

অন্যদিকে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ১৩টি ফিল্টারবিহীন বিড়ি বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আকিজ বিড়ি ৯টি, আজিজ বিড়ি এর মধ্যে ২৫ শলাকার আকিজ বিড়ি, আজিজ বিড়ি, আবুল বিড়ি, গোপাল বিড়ি, রশিদা বিড়ি, কারিগর বিড়ি, নবাব বিড়ি ও সোনালী বিড়ির সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রে আকিজ বিড়ি ১৮.৬৭ টাকা, আজিজ বিড়ি ১৮.৫ টাকা, আবুল বিড়ি ১৯ টাকা, গোপাল বিড়ি ১৯.৬ টাকা, রশিদা বিড়ি ২০ টাকা, কারিগর বিড়ি ১৯.৫ টাকা , নবাব বিড়ি ও সোনালী বিড়ি ২০ টাকায় বিক্রি করা হয়। যা মে ও জুন মাসের মতোই সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে আকিজ বিড়ি ৩.৭০ শতাংশ, আজিজ বিড়ি ২.৭৮ শতাংশ, আবুল বিড়ি ৫.৫৬ শতাংশ, গোপাল বিড়ি ৮.৮৯ শতাংশ, রশিদা বিড়ি ১১.১১ শতাংশ, কারিগর বিড়ি ৮.৩৩ শতাংশ, নবাব বিড়ি ও সোনালী বিড়ি ১১.১১ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। গত অর্থবছরেও একই মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে।

অন্যদিকে গ্রামীণ বিড়ির ২৫ শলাকা ফিল্টার-বিহীন বিড়ির প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১১ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। মহিনী বিড়ির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য রয়েছে ১৪ টাকা, শাপলা বিড়ি ১০ টাকা, ঘাসফুল বিড়ি ৮ টাকা। অথচ এই স্তরের বিড়ির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হবার কথা ছিলো ১৮ টাকা। তারপরও এসব বিড়ির উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে গ্রামীণ বিড়ি ৯.০৯ শতাংশ, মহিনী ৭.১৪ শতাংশ, শাপলা ০ শতাংশ, ঘাসফুল ২৫ শতাংশ বেশি

মূল্যে বিক্রি করা হয়। যা গত মে ও জুন মাসেও করা হয়েছে। এছাড়া সাতক্ষীরায় তপন বিড়ি নামে ভারতীয় একটি বিড়ির ব্র্যান্ড পাওয়া গেছে। ২৫ শলাকার এ বিড়ির মোড়কে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়া নেই। পাশাপাশি পাইকারি বিক্রেতারা ১২ টাকায় ক্রয় করে ২০ টাকায় বিক্রি করেন বলে জানিয়েছেন।

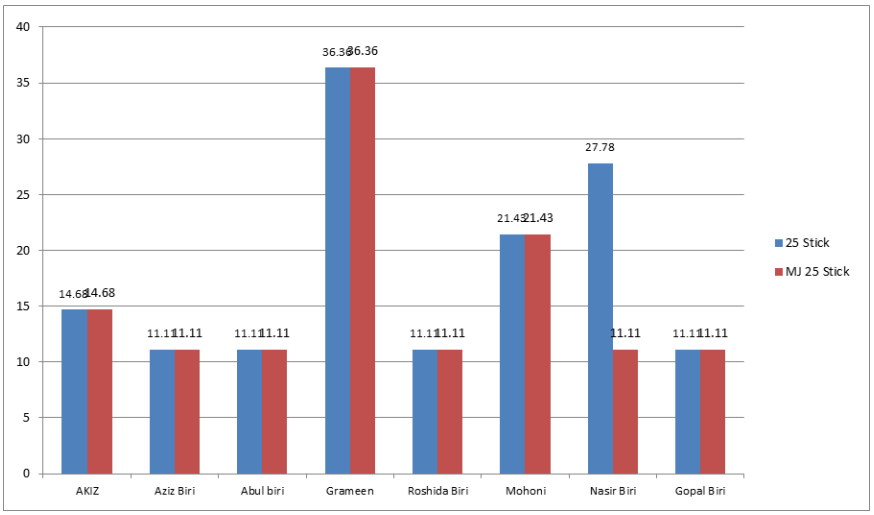

ফিল্টারহীন বিড়িতে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

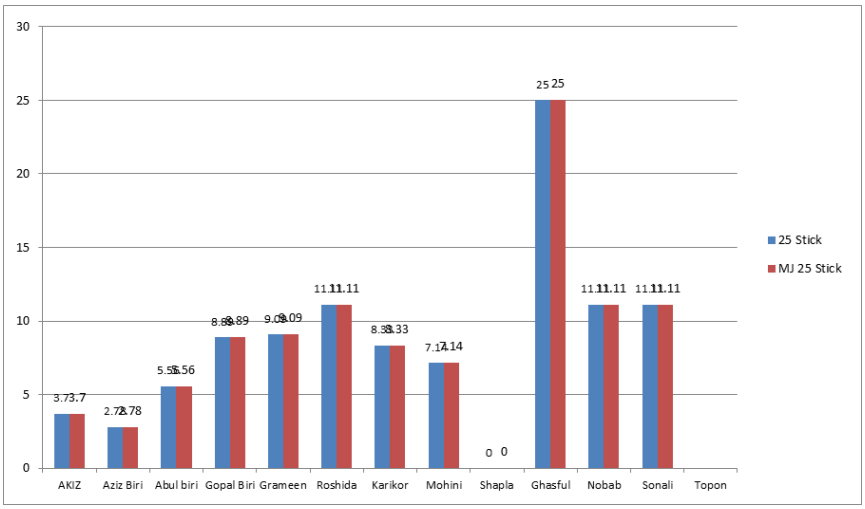

ফিল্টারহীন বিড়িতে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার (পাইকারি)

সুপারিশ

- অ্যাড ভ্যালোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি আরোপ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি দ্রব্যের বাজার ও বিক্রয় পর্যবেক্ষণে এবং কর আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

- সিগারেটের চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামো ধারাবাহিকভাবে এক স্তরে নিয়ে আসতে হবে;

- সিগারেট ও বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে এবং ভোক্তারাও তামাক গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে;

- কর ফাঁকি রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

- তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সামগ্রিক সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে একটি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক বলেই মনে হয়। তবে সেটার জন্য এখনই যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেটা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ২০৪০ সালকে লক্ষ্য রেখে তামাক মুক্ত করণে জরুরিভিত্তিতে একটি তামাক করনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কোনো বিকল্প নেই।

আর এর প্রথম ধাপ হিসেবে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা জরুরি। কারণ বর্তমানে প্রচলিত চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামোর জন্য সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমান রাজস্ব হারাচ্ছে। একইসঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট ও বিড়ি বিক্রি হওয়ায় সরকার এতেও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে সরকারকে তা বন্ধ করতে হবে। একইসঙ্গে যেকোনোভাবে খুচরা শলাকায় সিগারেট ও বিড়ি বিক্রি বন্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/drishtikon/2015/06/02/52349.html
২. https://www.jagonews24.com/health/news/563318
৩. https://cutt.ly/CUV1SqK
৪. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020
৫. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Cost-effectiveness%20of%20price%20increases.pdf
৬. https://bit.ly/2IE2uVa; retrieved on 14.11.2020
৭. https://bit.ly/2IE2uVa retrieved on 14.11.2020
৮. https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020
৯. https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020
১০. https://cutt.ly/gUV0tQd
১১. http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/article/articledetail/Resource/169
১২. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020
১৩. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020
১৪. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743520300153?via%3Dihub; retrieved on 19.01.2022

BNTTP secretariat

Suite C-3 & C-4, House # 06, Road # 109,
Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh.

Phone: +88 02 55069866

Mobile: +8801552562437

Email: bnttpbd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/bnttp2017/